জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net বর্ষ ১, সংখ্যা ৪, মে, জুন, জুলাই ২০২০

জাতীয় তামাক কর নীতির রূপরেখা

বিএনটিটিপি ডেস্ক

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, তামাক নিয়ন্ত্রণের কৌশল এমপাওয়ার (MPOWER) এ তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক নীতি গ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রয়োগের পাশাপাশি তামাকজাত দ্রব্যের ওপর কর বৃদ্ধিকে অন্যতম উপায় হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তামাক পণ্যের ওপর ধারাবাহিকভাবে কর এবং দাম বাড়ানোর মাধ্যমে এর ব্যবহার কমিয়ে আনা কার্যকর ও সাশ্রয়ী পদ্ধতি, এ ধরনের পদক্ষেপ বিশেষত তরুণ ও দরিদ্রদের তামাক গ্রহণে নিরুৎসাহিত করে। গবেষণায় দেখা যায়, সিগারেটের মূল্য ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হলে উচ্চ আয়ের দেশে অন্তত ৪ শতাংশ এবং মধ্যম ও নিম্ন আয়ের দেশে ৫ শতাংশ পর্যন্ত চাহিদা কমে আসতে পারে (WHO Technical Manual on Tobacco Tax Administration, 2011)।

বাংলাদেশ সরকার ২০০৪ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণের আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি Framework Convention on Tobacco Control-FCTC অনুস্বাক্ষর করে। ... বিস্তারিত

তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপের দাবিতে গত ১৪ মে বৃহস্পতিবার অনলাইন মানববন্ধনের আয়োজন করে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা) ও এইড ফাউন্ডেশন।

তামাকের অবৈধ বাণিজ্য ও তামাক কর ফাঁকি রোধে বিভিন্ন সরকারের ৯ পদক্ষেপ

ড. হানা রস

অন্য যেকোনো বাজারের মতো, তামাকের বাজারেও কর এড়ানো, ফাঁকি দেয়া বা নকল পণ্য উৎপাদনের মতো অবৈধ কর্মকাণ্ড ঘটে থাকে। অবৈধ তামাকের ব্যবসা সরকারকে বেশ বড়ো রকমের রাজস্ব থেকে বঞ্চিত করে, একইসাথে তামাক নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপগুলোকেও অকার্যকর করে দেয়। বিভিন্ন দেশের সরকার এই সমস্যার সমাধান করতে কিছু কৌশল ও উপায়ের আশ্রয় নিয়েছে। বিষয়টির গুরুত্ব ও জটিলতার কারণে, বিভিন্ন দেশের উচিত তাদের নির্দিষ্ট সমস্যা অনুযায়ী অবৈধ তামাক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের জন্য কৌশল নির্ধারণ করা এবং সেগুলো বাস্তবায়ন করা। অবৈধ বাণিজ্যের ধরণ, অবৈধ তামাকপণ্যের সাপ্লাই চেইনের বৈশিষ্ট্য ... বিস্তারিত

সম্পাদকীয়

জাতীয় সংসদে সম্প্রতি ২০২০-২১ অর্থ-বছরের বাজেট পাশ হয়েছে। প্রতি বছরের মত এবারো বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও কর নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন, তামাকজাত দ্রব্যের এই মূল্য ও কর নির্ধারণের লক্ষ্য হলো তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার কমানো এবং রাজস্ব ... বিস্তারিত

এ সংখ্যায় যা থাকছে

- জাতীয় তামাক কর নীতির রূপরেখা
- তামাকের অবৈধ বাণিজ্য ও তামাক কর ফাঁকি রোধে বিভিন্ন সরকারের ৯ পদক্ষেপ
- সিগারেটে সুনির্দিষ্ট করারোপে সফল মালয়েশিয়া
- বাজেটে প্রস্তাবিত তামাক কর কাঠামো লাভবান হবে তামাক কোম্পানি
- তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ ও সিগারেটের মূল্যস্তর দুইটিতে নামিয়ে আনার দাবি
- আরব আমিরাতে সিগারেটের চাহিদা কমেছে ৪০ শতাংশ
- দেশের অর্থনীতির স্বার্থেই তামাকে সুনির্দিষ্ট করারোপ জরুরি

সিগারেটে সুনির্দিষ্ট করারোপে সফল মালয়েশিয়া

বিএনটিটিপি ডেস্ক

সিগারেটের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ এবং মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিবছর কর বৃদ্ধিতে আশান্বিত সাফল্য পেয়েছে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশ মালয়েশিয়া। একইসঙ্গে পূর্বের বছরগুলোর তুলনায় সরকারি কোষাগারে বিশাল অঙ্কের রাজস্ব জমা হচ্ছে বলেও গণমাধ্যমের খবর ও বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে।

জার্মানভিত্তিক অনলাইন বাজার গবেষণা কোম্পানি 'স্টাটিস্টা' জানিয়েছে ... বিস্তারিত

'জনস্বাস্থ্য নীতি কথা' নিউজলেটারটি বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) এর মাসিক মুখপত্র। ঠিকানা : বিএনটিটিপি সচিবালয়, সি ৪, বাড়ি নং ৬, রোড নং ১০৯, গুলশান ২। ফোন +88(02) 9880363; E-mail: info@bnttp.net, bnttpbd@gmail.com website: www.bnttp.net

সম্পাদক : হামিদুল ইসলাম হিল্লোল
সম্পাদনা পরিষদ : ইব্রাহীম খলিল
আদিবা কারিন

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net বর্ষ ১, সংখ্যা ৪, মে, জুন, জুলাই ২০২০

দেশের অর্থনীতির স্বার্থেই তামাকে সুনির্দিষ্ট করারোপ জরুরি

ইব্রাহীম খলিল

করোনা ভাইরাসের কারণে বর্তমানে সারাবিশ্বের অর্থনীতি বিপর্যয়ের সম্মুখীন। বাংলাদেশেও ইতোমধ্যে এর ব্যপক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, পোশাক, প্রবাসী ও পরিবহণ খাত থেকে শুরু করে দেশের প্রতিটি খাতে তা লক্ষ্যণীয়। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স তো কমেছেই পাশাপাশি তাদের জীবনই এখন হুমকির মুখে। আবার দেশের পোশাক খাতেও শ্রমিক ছাঁটাই হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন বিজেএমই'র সভাপতি রুবানা হক। ফলে দেশের অর্থনীতি এক ভয়াবহ বিপর্যয়ে পড়তে যাচ্ছে বলে আশঙ্কা করা যায়। ইতোমধ্যে নানা খাত থেকে সরকারের আয় কমে যাওয়ায় সরকারও আয়ের উৎস খুঁজে বের করার প্রতি মনোনিবেশ করেছে। এমন পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনীতির স্বার্থে এবং করোনা পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে তামাকে সুনির্দিষ্ট কর আরোপের কোনো বিকল্প নেই।

প্রশ্ন হতে পারে, তামাকে কর বৃদ্ধি করলেই তো হয়, আবার সুনির্দিষ্ট করারোপের প্রয়োজন কী? এক্ষেত্রে উত্তর হলো সুনির্দিষ্ট কর কেবল সরকারকে রাজস্ব বৃদ্ধি করে লাভবানই করবে না, বরং দেশের স্বাস্থ্য খাতেও ভূমিকা রাখবে। একইসঙ্গে মানুষের জীবন বাঁচানোর পাশাপাশি তামাক পণ্য গ্রহণে মানুষের মধ্যে অনাগ্রহ তৈরি করবে। ... বিস্তারিত

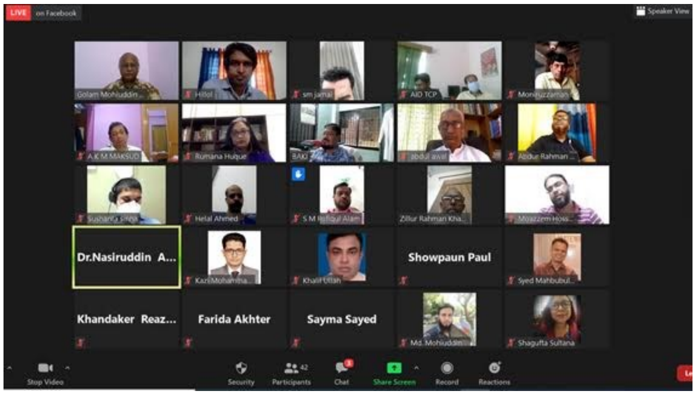

তামাকজাত দ্রব্যে সুনির্দিষ্ট কর ও সিগারেটের মূল্যস্তর দুইটি করার দাবি

বিএনটিটিপি ডেস্ক

জাতীয় বাজেট ২০২০-২১ অর্থ-বছরের জন্য তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও কর প্রস্তাব পেশ করতে সংবাদ সম্মেলন করে দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত ১৮টি সংগঠন। সংবাদ সম্মেলনে সকল তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ ও সিগারেটের মূল্যস্তর চারটি থেকে দুইটিতে নামিয়ে আনার জোর দাবি জানানো হয়। এ জন্য ২০২০-২১ অর্থ-বছরের জন্য সকল তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ ও করারোপের প্রস্তাব পেশ করার পাশাপাশি একটি যুগোপযোগী ও কার্যকর 'জাতীয় তামাক কর নীতি' প্রণয়নসহ নানা সুপারিশও পেশ করে তারা।

গত ৯ জুন ২০২০, মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১ টায় ... বিস্তারিত

২০২০-২১ বাজেট প্রতিক্রিয়া

বাজেটে তামাক : লাভবান হবে তামাক কোম্পানি

বিএনটিটিপি ডেস্ক

২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ ও করারোপের প্রস্তাব তামাক কোম্পানিকে লাভবান করবে এবং সুনির্দিষ্ট কর আরোপ না করায় সরকার ১১ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত রাজস্ব হারাবে পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে বলে দাবি ১৮টি তামাক বিরোধী সংগঠনের। জাতীয় সংসদে বাজেট ঘোষণার পর গত ১৯ জুন গণমাধ্যমে প্রেরিত একটি সম্মিলিত বিবৃতিতে তারা এই দাবি করে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মাননীয় অর্থমন্ত্রী তামাকজাত দ্রব্যে করারোপের লক্ষ্য হিসাবে 'তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার কমানো এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধি' বলে উল্লেখ করলেও এই প্রস্তাব দিয়ে দুটি লক্ষ্যের একটিও অর্জন সম্ভব নয় বরং উল্টো ফল বয়ে আনবে। মূল্য বৃদ্ধির ধরণ তামাক ... বিস্তারিত

তামাক কর বৃদ্ধি

আরব আমিরাতে সিগারেটের চাহিদা কমেছে ৪০ শতাংশ

বিএনটিটিপি ডেস্ক

সংযুক্ত আরব আমিরাতে তামাক কর ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ার পর ক্রমেই দেশটিতে সিগারেটের চাহিদা কমতে শুরু করেছে। ২০১৭ সালে দেশটিতে তামাক কর দ্বিগুণ করার পর বর্তমানে সেখানে সিগারেটের চাহিদা ৪০ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে বলে জানিয়েছে গাল্ফ নিউজ।

অডিট অ্যান্ড অ্যাডভাইজারি ফার্মের প্রতিষ্ঠান আরএসএমের অংশীদার রাকেশ পার্দাশানি জানিয়েছেন, আরব আমিরাতে যেভাবে ধূমপায়ীর সংখ্যা কমছে সেটা অনেকটা আশাবাদী। একইসঙ্গে দেশটি রাজস্ব বৃদ্ধির একটি দুর্দান্ত খাত পেয়েছে বলেও আমার মনে হয়। দেশটির সরকারও চায় ধূমপায়ীর সংখ্যা কমে আসুক কিন্তু সেটা রাতারাতি সম্ভব নয়। ... বিস্তারিত

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net বর্ষ ১, সংখ্যা ৪, মে, জুন, জুলাই ২০২০

জাতীয় তামাক কর নীতির রূপরেখা

প্রথম পাতার পর

FCTC-র আর্টিকেল ৬ এ কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক ব্যবহার হ্রাসের কথা বলা হয়েছে। এসডিজি-র গোল ৩ এ সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতে FCTC বাস্তবায়নের উপর জোর দেয়া হয়েছে। এসডিজি-র লক্ষ অর্জন এবং এফসিটি-র স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে এ চুক্তির বাস্তবায়নে আমাদের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৮ (১) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলে গণ্য করবে। বিশেষ করে আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্য প্রয়োজন ছাড়া মদ্যপান, অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ভেষজের [মাদক] ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২০১৬ সালের জানুয়ারিতে জাতীয় সংসদ ও ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন আয়োজিত দক্ষিণ এশীয় স্পিকারস সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রতি অনুসারে আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করতে সরকার দেশকে অঙ্গীকারবদ্ধ। উক্ত লক্ষ্য অর্জনের মূল কৌশল হিসাবে দেশে একটি শক্তিশালী তামাক কর নীতি গ্রহণ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ থেকে সংগৃহীত অর্থ ব্যবহারের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশের বিদ্যমান স্তর ভিত্তিক জটিল কর কাঠামো, কর সংগ্রহ এবং মনিটিরিং ব্যবস্থার দূর্বলতার কারণে সরকার রাজস্ব ফাঁকিসহ নানা সদস্প্রার সম্মুখীন হচ্ছে। একটি সমন্বিত করনীতি জনস্বাস্থ্য রক্ষার পাশাপাশি রাজস্ব আদায়ে সরকারের সহায়ক হবে।

২০১৬ সালের জানুয়ারিতে জাতীয় সংসদ ও ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন আয়োজিত দক্ষিণ এশীয় স্পিকারস সম্মেলনে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেসময় তিনি জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার লক্ষ অর্জনের মূল কৌশল হিসাবে দেশে একটি শক্তিশালী তামাক কর নীতি গ্রহণ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ থেকে সংগৃহীত অর্থ ব্যবহারের পরামর্শ দেন। তাছাড়া, ফলপ্রসু তামাক কর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে দেশে একটি সর্বাঙ্গীন 'তামাক কর নীতি' থাকা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের তামাক কর নীতি কেমন হওয়া প্রয়োজন এবং তাতে কী কী থাকা বাঞ্ছনীয় তা নির্ধারণ করতে এর একটি রূপরেখা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো এবং বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি। এটির পূর্ণতারজন্য আলোচনা ও নানা পদ্ধতিতে মতামত গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।

এই রূপরেখায় কীকী রয়েছে তা ধারাবাহিকভাবে 'জনস্বাস্থ্য নীতিকথা' এর পাঠকদের কাছে তুলেধরা হচ্ছে। এ বিষয়ে পাঠকের যে কোন পরামর্শ ও মতামত আমাদের উৎসাহিত করবে।

রূপরেখা প্রণয়ন পদ্ধতি

জাতীয় তামাককর নীতির রূপরেখা প্রণয়নে প্রথমে সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে সে অনুসারে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়। জাতীয় বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে বিষয়বস্তু চূড়ান্ত করে এর প্রাথমিক খসড়া তৈরী করা হয়। এই খসড়াটি অভ্যন্তরীন অভিজ্ঞদের কাছে উপস্থাপনকরে তাদের পরামর্শ ও মতামতের ভিত্তিতে খসড়া উন্নয়ন করা হয়। খসড়া উন্নয়নে আরো যেসব পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তা হলো, বিএনটিটিপি সভায় উপস্থাপন ও সদস্প্রদের মতামত গ্রহণ, কেআইআই এর মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ, খসড়া উন্নয়নে মতামত গ্রহণের জন্য জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ ও স্বাস্থ্য অর্থনীতিবিদগণের সাথে মতবিনিময়, সকল মতামতের ভিত্তিতে অভ্যন্তরীন অভিজ্ঞদেও মাধ্যমে পুনঃলিখন।

খসড়া উন্নয়ন প্রক্রিয়াটি এখনো চলমান রয়েছে। এই রূপরেখায় তামাককর নীতির শিরোনাম প্রস্তাব করা হয়েছে, "জাতীয় তামাক কর নীতি-২০২১"। রূপরেখা অনুসারে জাতীয় তামাক কর নীতিতে মোট ১০টি অধ্যায় থাকবে। দশটি অধ্যায় এর এর আলোচ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

প্রথম অধ্যায়: শিরোনাম, প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও লক্ষ্য
দ্বিতীয় অধ্যায়: ব্যহহৃত পরিভাষা
তৃতীয় অধ্যায়: তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপ
চতুর্থ অধ্যায়: তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি
পঞ্চম অধ্যায়: কোম্পানির আয়কর ও সিএসআর
ষষ্ঠ অধ্যায়: তামাক চাষ
সপ্তম অধ্যায়: তামাকের অবৈধ বাণিজ্য
অষ্টম অধ্যায়: তামাক কর প্রশাসন ও কর আদায় পর্যবেক্ষণ
নবম অধ্যায়: কর্ম-কৌশল
দশম অধ্যায়: নীতিমালার সংশোধন ও অন্যান্য

[আগামী সংখ্যা থেকে জাতীয় তামাক কর নীতির বিষয়বস্তুসমূহ ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হবে।] প্রথম পাতায় ফিরে যান

আরব আমিরাতে সিগারেটের চাহিদা

দ্বিতীয় পাতার পর

স্বাস্থ্য সংস্থ্যার তথ্যানুযায়ী, তামাকে কর বৃদ্ধি ভোক্তা কমানোর একটি কার্যকরী পদ্ধতি। তামাকে কর বাড়লে তরুণ ও গরীবদেরকে তামাক থেকে দূরে রাখা সম্ভব হয়। একইসঙ্গে তামাকে যদি অন্তত ১০ শতাংশ কর বাড়ানো হয় তাহলে উচ্চ আয়ের দেশে ৪ শতাংশ এবং নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে ৫ শতাংশ পর্যন্ত তামাক ব্যবহারকারী কমে আসে।

বর্তমানে দেশটিতে ৯ লাখের বেশি ধূমপায়ী রয়েছে। ২০১৬ সালে দেশটিতে সর্বোচ্চ ৩০০০ মানুষ ধূমপানের কারণে প্রাণ হারায়। তবে ২০০৪ সালের জুন মানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ধূমপান নিয়ন্ত্রণ কনভেশনে সাক্ষর করার পর আরব আমিরাত তামাক নিয়ন্ত্রণে বেশ আন্তরিকভাবে কাজ করছে। তারপরও দেশটিতে আটটি মৃত্যুর একটি ধূমপানের কারণে হয়ে থাকে।

বর্তমানে দেশটিতে ১৫ বছরের বেশি বয়সী পুরুষদের ২৮ দশমিক ৬ শতাংশের বেশি ধূমপায়ী। অন্যদিকে ১৫ বছরের বেশি বয়সী নারীদের শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ ধূমপায়ী। দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

সম্পাদকীয়

প্রথম পাতার পর

আয় বৃদ্ধি করা। কিন্তু বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও কর নির্ধারণ করা হয়েছে তা দিয়ে এই দুটি লক্ষ্যের একটিও অর্জন সমস্তব নয় বলে মনে করছেন তামাক-অর্থনীতিবিদগণ। তাঁরা বলছেন, এতে তামাক কোম্পানীর মুনাফা আরো বৃদ্ধি পাবে।

এবারের বাজেটে বরাবরেরমত সিগারেটের চারটি স্তরে মূল্য করে কর নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের খুচরা মূল্য নিম্নস্তরে মাত্র ২ টাকা বাড়িয়ে ৩৯ টাকা নির্ধারণ এবং ৫৫% এর স্থলে ৫৭% সম্পুরক শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছে; মধ্যম স্তরে গত বছরের মত মূল্য ৬৩ টাকা এবং ৬৫% সম্পুরক শুল্ক বহাল রাখা হয়েছে; উচ্চ স্তরের খুচরা মূল্য মাত্র ৪ টাকা বাড়িয়ে ৯৭ টাকা এবং প্রিমিয়ার স্তরের মূল্য ৫ টাকা বাড়িয়ে ১২৮ টাকা নির্ধারণ করে উভয় ক্ষেত্রেই ৬৫% সম্পুরক শুল্ক বহাল রাখা হয়েছে।

ফিল্টার ছাড়া ২৫ শলাকা বিড়ির মূল্য ১৪টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৮ টাকা, ১২ শলাকার মূল্য ৬.৭২ থেকে ৯ টাকা এবং ৪.৪৮ টাকা থেকে ৬ টাকা নির্ধারণ করে ৩০% সম্পূরক শুল্ক বহাল রাখা হয়েছে। ফিল্টারসহ ২০ শলাকা বিড়ির মূল্য ১৭ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৯ টাকা এবং ১০ শলাকার মূল্য ৮.৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ টাকা নির্ধারণ করে ৪০% সম্পূরক শুল্ক বহাল রাখা হয়েছে।

জর্দা প্রতি ১০ গ্রামের খুচরা মূল্য ৩০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪০ টাকা এবং গুল প্রতি ১০ গ্রামের খুচরা মূল্য ১৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ টাকা নির্ধারণ করে উভয় ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্ক ৫০% থেকে বাড়িয়ে ৫৫% নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রতি বছর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞগণ বাংলাদেশে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ ও করারোপের জন্য একটি সুপারিশ তৈরী করেন। আধুনিক অর্থনৈতিক পদ্ধতি অনুসরণ করে এই সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়। এই সুপারিশ প্রণয়নে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নসহ সার্বিক জনস্বার্থ সুরক্ষা এবং সকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি প্রাধান্য পায়। এ বছরও একইভাবে তেমন একটি প্রস্তাব সরকারের কাছে প্রেরণ করেছে দেশের তামাক বিরোধী সংগঠনগুলো। কিন্তু সেই সুপারিশের কোন প্রতিফলন এই বাজেটে নেই।

বিশেষজ্ঞগণ তাদের সুপারিশে বলেছিলেন বর্তমানে করারোপের অ্যড ভ্যালোরেমসপদ্ধতি তামাক কোম্পানীকে লাভবান করে তাই সকল তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপের পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনে অ্যড ভ্যালোরেম পদ্ধতিতে সম্পুরক শুল্ক আরোপের পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা।

বাংলাদেশে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপের আরো একটি সীমাবদ্ধতা হলো সিগারেটের বহু মূল্যস্তরবিশিষ্ট করারোপ ব্যবস্থা। বাংলাদেশে সিগারেটকে চারটি মূল্যস্তরে ভাগকরে করারোপ করা হয়। পদ্ধতিটি একই সাথে জটিল এবং ধূমপায়ীদের নিরুৎসাহিত করতে কার্যকর নয়। কারণ চারটি মূল্য স্তরের কারণে দাম বাড়লেও ধুমপায়ী ব্যবহার না কমিয়ে অপেক্ষাকৃক কমদামের সিগারেট বেছে নিচ্ছে। আবার সহজলভ্য তাই তরুনরা সহজেই ধূমপান শুরু করতে পারছে। তাই এই প্রস্তাবে সিগারেটের মূল্য স্তর চারটি থেকে কমিয়ে দুটি করতে সুপারিশ করেছিলেন তাঁরা।

অন্য দিকে তামাকজাত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির হার যদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির হার, মানুষের সামর্থ বৃদ্ধির হার এবং মূদ্রাস্ফীতির হারের চাইতে অধিক না হয় তবে তা তামাক নিয়ন্ত্রণে কোন অবদান রাখতে পারে না। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে সিগারেটের দাম বৃদ্ধির হার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির হারের চেয়ে কম। বিগত ১০ বছরে চাল ও ডিমের দামের চেয়ে সিগারেটের দাম সিগারেটের দাম কম বেড়েছে। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও কর প্রস্তাব সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তর-সংস্থার কাছে প্রেরণ করা হয়েছিলো।

বাজেট পর্যালোচনায় দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞগণ বলছেন, বাজেটে নিম্নস্তরে ১০ শলাকা সিগারেটের দাম মাত্র ২ টাকা বাড়ায় প্রতি শলাকায় দাম বাড়বে মাত্র ২০ পয়সা বা ৫.৪ শতাংশ অথচ একইসময়ে মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি এর চেয়ে অনেক বেশি (১১.৬ শতাংশ)। সিগারেট ধুমপায়ীদের ৭২ শতাংশই নিম্নস্তরের সিগারেটের ভোক্তা। নিম্ন স্তরে এই সামান্য দাম বৃদ্ধি এবং মধ্যম স্তরের দাম অপরির্তিত রাখায় তাদের ধূমপানের অভ্যাস আরো বাড়বে এবং আয় বৃদ্ধির তুলনায় পণ্যটি সস্তা হয়ে যাওয়ায় তরুণরা ধুমপানে উৎসাহিত হবে। উচ্চ ও প্রিমিয়াম স্তরে যথাক্রমে মাত্র ৪ টাকা ও ৫ টাকা দাম বৃদ্ধি একই ফল আনবে বরং এখানে কর হার বৃদ্ধি না কারায় তামাক কোম্পানির লাভ বেড়ে যাবে।

প্রতি শলাকা বিড়ির দাম বেড়েছে মাত্র ১৬ পয়সা। এই বৃদ্ধি তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার কমাতে বা রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে তেমন কোন অবদান রাখবে না। বরং এখানেও কোম্পানীর লাভ ২৫ শলাকার প্রতি প্যাকেটে ২ টাকা ১৬ পয়সা বাড়ছে । জর্দা ও গুলের মূল্য বৃদ্ধি সন্তোষজনক হলেও সুনির্দিষ্ট কর আরোপ না করায় এখানেও উৎপাদনকারী কোম্পানীর লাভ বাড়ছে প্রতি ১০ গ্রাম জর্দায় ১ টাকা ৪০ পয়সা এবং গুলে ৭০ পয়সা।

আমরা সবাই জানি তামাক ব্যবহার বিভিন্ন রোগ ও অকালমৃত্যুর ঝুঁকি তৈরির একটি প্রধান কারণ। দেশে প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর সবচেয়ে বড় কারণ তামাক ব্যবহার। ২০১৮ সালে তামাক ব্যবহারজনিত রোগে বাংলাদেশে প্রায় ১,২৬,০০০ মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। ২০১৭-১৮ সালে তামাক ব্যবহারজনিত রোগের কারণে উৎপাদনশীলতা হ্রাস এবং চিকিৎসাজনিত ব্যায় মিলিয়ে মোট অর্থনৈতিক ব্যায়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩০ হাজার ৫০৬ কোটি টাকা, একই সময়ে তামাক খাত থেকে প্রাপ্ত মোট রাজস্বের পরিমাণ ছিল মাত্র ২২ হাজার ৮১০ কোটি টাকা।

এই অবস্থা থেকে পরিত্রানের জন্য তামাকজাত দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে এর ব্যবহার কমিয়ে আনতে হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সিগারেটের মূল্যস্তর চারটির পরিবর্তে দুইটি নির্ধারণ করে তাদের প্রস্তাব অনুসারে মূল্য ও কর আরোপ করা হলে ২০ লক্ষ ধূমপায়ী ধূমপান ছেড়ে দিতো এবং ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য হারে কমে আসতো। এতে দীর্ঘ মেয়াদে ৬ লক্ষ ধূমপায়ীর জীবন রক্ষা হতো। একইসঙ্গে রাজস্ব আয় প্রায় ৪ হাজার ১০০ কোটি টাকা থেকে ৯ হাজার ৮০০ কোটি টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতো।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দিয়েছেন এবং সে লক্ষ্য অর্জনে একটি শক্তিশালী তামাক শুল্ক-নীতি গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এটি জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার পদক্ষেপ হিসাবে জাতির কাছে দেয়া তাঁর অঙ্গীকারও বটে।

২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে তামাকের ব্যবহার প্রতি বছর গড়ে ১.৫% হারে কমাতে হবে। এই সম্ভাবনা বাড়বে যদি আরো আগেই তামাক ব্যবহারের প্রবণতা ব্যাপকহারে কমিয়ে আনা যায়। এজন্য ২০২১ সালের মধ্যে তামাক ব্যবহারের প্রবণতা ২৮.৪% নামিয়ে আনতে হবে। প্রতিবছর দেশে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপ প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। করারোপ পদ্ধতির সীমাবদ্ধতার কারণে তা তামাকের ব্যবহার কমাতে এবং সরকারের রাজস্ব আয় ব্রদ্ধিতে তেমন কোন অবদান রাখছেনা বরং তামাক কোম্পানীকে লাভবান করছে। দেশে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপে কোন সুনিদ্রিষ্ট নীতি না থাকার কারণে এটি ঘটছে। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার পূরণে একটি কার্যকর ও সময়োপযোগী জাতীয় তামাক-কর নীতি গ্রহণ এখন সময়ের দাবী।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

বাজেটে তামাক

প্রথম পাতার পর

কোম্পানিকে লাভবান করবে এবং রাজস্ব ক্ষতি ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় নেতিবাচত প্রভাব বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকার ও জনগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, প্রস্তাবে সিগারেটের মূল্য স্তর না কমানো এবং তামাকজাত দ্রব্যের দাম আগের মত রাখা বা নামমাত্র বৃদ্ধি এর ব্যবহার কমাতে কোন অবদান রাখবে না। ক্রয় স্বামর্থ বৃদ্ধি ও মুল্যস্ফিতির তুলনায় দাম বৃদ্ধি অনেক কম হওয়ার তামাকের ব্যবহার বাড়বে যা দেশের জনস্বাস্থ্য পরিস্থিতিকে নজিরবিহীন হুমকির মুখে ফেলবে।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, বাজেট প্রস্তাবে নিম্নস্তরে ১০ শলাকা সিগারেটের দাম মাত্র ২ টাকা বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে, এতে প্রতি শলাকায় দাম বাড়বে মাত্র ২০ পয়সা বা ৫.৪ শতাংশ অথচ একইসময়ে মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি হয়েছে ১১.৬ শতাংশ। সিগারেট ধুমপায়ীদের ৭২ শতাংশই নিম্নস্তরের সিগারেটের ভোক্তা। নিম্ন স্তরে এই সামান্য দাম বৃদ্ধি এবং মধ্যম স্তরের দাম অপরির্তিত রাখায় তা ধূমপানের অভ্যাস আরো বাড়বে এবং আয় বৃদ্ধির তুলনায় পণ্যটি সস্তা হয়ে যাওয়ায় কিশোর-তরুণরা ধূমপানে উৎসাহিত হবে। উচ্চ ও প্রিমিয়াম স্তর সিগারেটের দাম যথাক্রমে মাত্র ৪ টাকা ও ৫ টাকা বৃদ্ধি একই ফল আনবে বরং এখানে কর হার বৃদ্ধি এবং সুনির্দিষ্ট কর আরোপ না করায় সরকার অতিরিক্ত রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হবে এবং তামাক কোম্পানির লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

প্রতি শলাকা বিড়ির দাম বেড়েছে মাত্র ১৬ পয়সা। এই বৃদ্ধি তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার কমাতে বা রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে কতটা অবদান রাখবে তা সহজেই অনুমেয়। বরং এখানেও কোম্পানির লাভ প্রতি ২৫ শলাকা বিড়ির প্যাকেটে ২ টাকা ১৬ পয়সা বাড়বে। পাশাপাশি জর্দার মূল্য বৃদ্ধি সন্তোষজনক হলেও গুলের মূল্য সামান্য বৃদ্ধি এবং পণ্য দটির ওপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপ না করায় এখানেও উৎপাদনকারী কোম্পানির লাভ বাড়ছে প্রতি ১০ গ্রাম জর্দায় ১ টাকা ৪০ পয়সা এবং গুলে ৭০ পয়সা।

সার্বিক বিবেচনায় তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার কমানো বা রাজস্ব বৃদ্ধি নয় বরং এই বাজেট প্রস্তাব করার মাধ্যমে মাননীয় অর্থমন্ত্রী আরো একটি 'তামাক কোম্পানীর লাভের বাজেট' ঘোষণা করলেন।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তামাক বিরোধী সংগঠনগুলোর সুপারিশ অনুসারে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও কর নির্ধারণ, সুনির্দিষ্ট কর আরোপ এবং সিগারেটের মূল্যস্তর চারটির পরিবর্তে দুইটি নির্ধারণ করা হলে ২০ লক্ষ ধুমপায়ী ধূমপান ছেড়ে দেবে এবং ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য হারে কমে আসবে। এতে দীর্ঘ মেয়াদে ৬ লক্ষ মানুষের জীবন রক্ষা হবে এবং প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।

সম্মিলিতভাবে বিবৃতিটি প্রেরণ করে এইড ফাউন্ডেশন, আর্ক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ক্যানসার সোসাইটি, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা), বিসিসিপি, বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি), ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি, নাটাব, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন, প্রজ্ঞা, সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র), তামাক বিরোধী নারী জোট (তাবিনাজ), টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল, ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট ও ইপসা।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ

প্রথম পাতার পর

মিটিং সফটওয়্যার 'জুম' এ 'তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ ও সিগারেটের মূল্যস্তর কমানোর দাবিতে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এইড ফাউন্ডেশন, আর্ক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ক্যানসার সোসাইটি, বাটা, বিসিসিপি, বিএনটিটিপি, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি, নাটাব, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন, প্রজ্ঞা, সুপ্র, তাবিনাজ, টিসিআরসি, ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট ও ইপসা সম্মিলিতভাবে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।

সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো এর ফোকাল পার্সন অর্থনীতিবিদ ড. রুমানা হক সাংবাদিকদের কাছে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও কর বৃদ্ধির প্রস্তাব তুলে ধরেন। সেখানে সিগারেটের মূল্যস্তর ৪টি থেকে কমিয়ে ২টি নির্ধারণ করে নিম্নস্তরে ১০ শলাকা সিগারটের খুচরা মূল্য ৬৫+ টাকা নির্ধারণ করে ৫০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক এবং ১০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক এবং উচ্চস্তরে ১০ শলাকা মূল্য ১২৫+ টাকা নির্ধারণ করে ৫০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক এবং ১৯ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করা হয়।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

সুনির্দিষ্ট করারোপে সফল মালয়েশিয়া

প্রথম পাতার পর

২০১২ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত মালয়েশিয়ার সিগারেটের বাজার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সুনির্দিষ্ট করারোপের কারণে বিশাল অঙ্কের রাজস্ব পাচ্ছে মালয়েশিয়ার সরকার। ২০১২ সালে সুনির্দিষ্ট কর থেকে অতিরিক্ত ৪৭০ কোটি মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত বা ৯১৬৯ কোটি লাখ টাকা পেয়েছে দেশটির রাজস্ব বোর্ড। একইসঙ্গে প্রতিবছর মুদ্রাস্ফ্রীতির সঙ্গে কর বৃদ্ধি হওয়ায় ২০১৭ সালে অতিরিক্ত কর আদায় হয়েছে ৫৮৬ কোটি রিঙ্গিত বা ১১৪৩২ কোটি ৯৬ লাখ টাকা!

বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপের এক গবেষণায় বলা হয়েছে, মালয়েশিয়ায় সব ধরনের তামাক পণ্যে মূলত ওজনের ওপর ভিত্তি করে কর আরোপ করা হতো। কিন্তু ২০04 সাল থেকে দেশটির সরকার তামাককে ক্ষতিকর পণ্য হিসেবে বিবেচনা করে এবং তরুণদেরকে তামাক থেকে দূরে রাখতে সব ধরনের তামাক পণ্যে সুনির্দিষ্ট করারোপ ব্যবস্থা চালু করে। যার মাধ্যমে সিগারেটে সব ধরনের শুল্ক ও করের হিসাব করা হয় সিগারেটের শলাকা গুনে। অর্থাৎ প্রতিটি শলাকার ওপর কর কার্যকর করা হয়। সেই ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে সিগারেটের মূল্য ৪০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়েছে দেশটির সরকার।

এদিকে সুনির্দিষ্ট করারোপের কারণে দেশটির সরকার একদিকে যেমন বাড়তি রাজস্ব পাচ্ছে অন্যদিকে দেশটিতে ধূমপায়ীর হারও কমে আসছে। ১৯৯৬ সালে দেশটিতে ধূমপায়ীর সংখ্যা যেখানে ৪৯ দশমিক ১ শতাংশ সেটা ২০১৫ সালে কমে এসে দাঁড়িয়েছে ৪৫ দশমিক ১ শতাংশে। একইসঙ্গে ১৯৯৬ সালে তরুণদের ৩৬ দশমিক ৩ শতাংশ ধূমপায়ী থাকলেও ২০১৬ সালে এসে দাঁড়ায় ২৬ দশমিক ১ শতাংশে।

মানুষ যাতে দামের ব্যবধানের কারণে সিগারেটের ব্রান্ড পরিবর্তন করতে না পারে সেজন্য মালয়েশিয়ায় কেবল ২০ শলাকার সিগারেটের প্যাকেটের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। যার একটি ব্রান্ডের নাম প্রিমিয়াম অন্যটি সাব-প্রিমিয়াম ব্রান্ডের সিগারেট। দেশটিতে ২০ শলাকার এক প্যাকেট প্রিমিয়াম ব্রান্ডের সিগারেটের দাম ১৭ রিঙ্গিত বা ৩৩২ টাকা। অন্যদিকে ২০ শলাকার এক প্যাকেট সাব-প্রিমিয়াম ব্রান্ডের সিগারেটের দাম ১৫ দশমিক ৫০ রিঙ্গিত বা ৩০৩ টাকা।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

৷ জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net বর্ষ ১, সংখ্যা ৪, মে, জুন, জুলাই ২০২০

দেশের অর্থনীতির স্বার্থেই

দ্বিতীয় পাতার পর

বর্তমানে বাংলাদেশে বিদ্যমান তামাক কর কাঠামো জটিল, পুরানো ও দুর্বল। এ অ্যাডভ্যালেরেম (মূল্যের শতকরা হার) কর পদ্ধতিতে কোনো তামাককর নীতিমালা না থাকায় এ খাত থেকে সরকারের রাজস্ব আহরণের কোনো সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা নেই। স্বল্পদামে তামাকপণ্য ক্রয়ের সুযোগ এবং ত্রুটিপূর্ণ কর কাঠামো বিশেষ করে সিগারেটে ৪টি মূল্যস্তর থাকায় তামাকের ব্যবহার হ্রাসে কর ও মূল্যপদক্ষেপ সঠিকভাবে কাজ করছে না। সিগারেটের ওপর করারোপের ক্ষেত্রে এই অ্যাডভ্যালোরেম প্রথা বিশ্বের হাতে গোনা কয়েকটি দেশে চালু আছে। উপরন্তু, তামাকপণ্যের ধরন (সিগারেট, বিড়ি, জর্দা ও গুল) ভেদে ভিত্তিমূল্য ও কর-হারে ব্যপক পার্থক্য রয়েছে। একাধিক মূল্যস্তর এবং বিভিন্ন দামে তামাকপণ্য ক্রয়ের সুযোগ থাকায় তামাকের ব্যবহার হ্রাসে কর ও মূল্যপদক্ষেপ সঠিকভাবে কাজ করে না।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০১৮ সালের তথ্য মতে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মিয়ানমারের পরেই বাংলাদেশে সবচেয়ে কম দামে সস্তা ব্র্যান্ডের সিগারেট পাওয়া যায়। বিড়ি ও ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য আরও সস্তা। অথচ তামাক কর কাঠামো পরিবর্তন করা গেলে সম্পূরক শুল্ক এবং ভ্যাট বাবদ ৪ হাজার ১০০ কোটি থেকে ৯ হাজার ৮০০ কোটি টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত রাজস্ব আয় অর্জিত হতে পারে বলে জানিয়েছে তামাক বিরোধী বিভিন্ন সংগঠন। ইতোমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যসহ মালয়েশিয়া তামাক করকে 'পাপ কর' হিসেবে অভিহিত করে সুনির্দিষ্ট করারোপ করে ব্যাপকভাবে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে।

তামাকের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ করলে তামাকের ব্যবহার হ্রাস পায় এবং রাজস্ব আয়ও যে বৃদ্ধি পায় সেটা ফিলিপাইন, তুরস্ক, মেক্সিকো, মালয়েশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৯৯৩ থেকে ২০০৯ সময়কালে সিগারেটের প্রকৃত মূল্য ৩২ শতাংশ থেকে ৫২ শতাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে ফলে সেখানে একদিকে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর মাঝে মাথাপিছু দিনপ্রতি সিগারেট সেবনের পরিমাণ ৪টি থেকে কমে ২টিতে নেমে এসেছে অন্যদিকে এ সময়ে সরকারের রাজস্ব আয় ৯ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

একইসঙ্গে সুনির্দিষ্ট করারোপ কেবল কর বৃদ্ধিতেই সীমাবদ্ধ নয়, কর আদায় থেকে শুরু করে বাজার পর্যবেক্ষণ, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন, অবৈধ বাণিজ্য ও নামহীন কোম্পানি সনাক্তকরণে ব্যপক সাহায্য করবে। অন্যদিকে বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারকে অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করবে। তবে অ্যাডভ্যালোরেম পদ্ধতিতে যদি কেবল তামাক পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করা হয় তাতে তামাক কোম্পানি ব্যপকভাবে মুনাফা লাভ করবে। যেটা কোনোভাবেই সমুচীন নয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাছে এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আসন্ন বাজেট উপলক্ষ্যে সম্প্রতি যে সুনির্দিষ্ট তামাক করের প্রস্তাব সাবমিট করেছে সেটা বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই।

লেখক : ইব্রাহীম খলিল, প্রকল্প কর্মকর্তা, অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

তামাকের অবৈধ বাণিজ্য ও তামাক কর ফাঁকি

দ্বিতীয় পাতার পর

এবং কারা এসব পণ্যের ভোক্তা- এসব বিষয়ের ওপর এই কৌশল বা কৌশলগুলো নির্ভর করবে। অবৈধ তামাকের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে কোনো দেশের সরকারকে তামাকের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত এমন রিসোর্স নিয়োগ করতে হবে, প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করতে হবে। এই কৌশল বা পদক্ষেপগুলোকে যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করার পাশপাশি জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সাধারণত যেকোনো সরকারের পক্ষ থেকে যে ৯টি পদক্ষেপ নেয়া হয় সেগুলো হলো: লাইসেন্সিং, রেকর্ড কিপিং, আইন ও বলপ্রয়োগ, মার্কার ব্যবহার, ট্র্যাকিং অ্যান্ড ট্রেসিং, তামাক কোম্পানির সাথে আইন দ্বারা আরোপিত চুক্তি এবং মেমোর‍্যান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, কর ব্যবস্থার সমন্বয়, জনস্বার্থে পরিচালিত ক্যাম্পেইন ও রপ্তানি কর।

সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যায় তখনই, যখন বিভিন্ন ধরণের কৌশলকে একত্রিত করে কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়, যার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ, বলপ্রয়োগ ও নীতির একটি সম্মিলন ঘটে। একই সাথে, এই পদক্ষেপ হয় নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষ এর সঙ্গে জড়িত থাকে। সরকারের পক্ষ থেকে এমন নিয়ম করা যেতে পারে যার ফলে সাপ্লাই চেইনের প্রত্যেক অংশীদার লাইসেন্সিং এর আওতায় চলে আসবে এবং বিভিন্ন বাধ্যবাধকতা ও নিষেধাজ্ঞা জারি করা সহজ হবে।

তামাক পাতা যাতে অবৈধ বাণিজ্যের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হতে না পারে এ জন্য সাপ্লাই চেইনের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেককে মনিটর করা ও রেকর্ড রাখা হতে পারে সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি।

জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে নিয়মিত পরিদর্শন ও আইনের প্রয়োগ বাড়ানো যেতে পারে যা তামাকের অবৈধ বাণিজ্য সম্পর্কে ভোক্তাদের সচেতন করে তুলবে। বিভিন্ন ধরণের মার্কার যেমন ট্যাক্স স্ট্যাম্প কোন পণ্য আসল কিনা তা বুঝতে, ট্র্যাকিং ও ট্রেসিং করতে এবং রাজস্ব সংগ্রহে সাহায্য করে। এধরণের মার্কার তামাক পণ্যের প্যাকেটের গায়ে যুক্ত করা যেতে পারে অথবা সরাসরি প্যাকেটের উপর প্রিন্ট করা যেতে পারে।

'ট্র্যাকিং ও ট্রেসিং' থেকে জানা যায় কোন তামাক পণ্য বৈধভাবে উৎপাদন ও বিপণন করা হয়েছে কিনা, যা উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীদের আইন মেনে চলতে সাহায্য করে। নিচের উপায়গুলো অনুসরণ করে যথাযথভাবে ট্র্যাকিং ও ট্রেসিং নিশ্চিত করা যায়।

- সকল প্রোডাকশন লাইনের উপর রিয়েল টাইম কন্ট্রোল, যেখানে রিয়েল টাইমে সংরক্ষিত তথ্য কোন সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে সরবরাহ করা হবে।
- প্রোডাকশন লাইনে ট্র্যাকিং ও ট্রেসিং কোডের প্রচলন করা।
- একসাথে যুক্ত সকল প্রোডাকশন লাইনের ওপর স্বাধীনভাবে রিয়েল টাইম কন্ট্রোল, যেখানে রিয়েল টাইমে সংরক্ষিত তথ্য কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে সরবরাহ করা হবে।
- লিংকিং স্টক কিপিং ইউনিট এবং লজিস্টিক কোডের ব্যবহার করা।
- সম্মিলিত ট্র্যাকিং ও টেসিং সিস্টেমটিকে কম্পিউটারাইজেশনের আওতায় নিয়ে আসা যেখানে কোনো পণ্যের জন্য অতিরিক্ত কর পরিশোধ করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা সম্ভব হবে।
- একটি পুশ-বাটন ডিভাইস ব্যবহার করা যা তৎক্ষণাৎ কোন তামাক পণ্যের ফিসকাল মার্ক, পণ্যটি বৈধ কিনা, অতিরিক্ত করের শর্তগুলো পূরণ করেছে কিনা ইত্যাদি পরীক্ষা করতে পারবে এবং ট্রেসিংয়ের তথ্যগুলো যাচাই করতে পারবে। একইসঙ্গে এই ডিভাইসটি অডিট রেজাল্টের রিপোর্ট ও আপলোড করতে পারবে।

ড. হানা রস, দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিভার্সি অব কেপটাউনের প্রিন্সিপাল রিসার্চ অফিসার। 'মেজার্স টু কন্ট্রোল ইললিসিট টোব্যাকো ট্রেড' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে অনুবাদ করেছেন, অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো এর গবেষণা সহকারী, আদিবা কারিন।

পুরো প্রবন্ধটি পড়া যাবে এখানে

প্রথম পাতা ফিরে যান